রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৩৫৬-আইন/২০২১।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(২) **"অন্যান্য কর্তৃপক্ষ"** অর্থ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনসহ সরকার ঘোষিত অন্যান্য শিল্প এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন

মূল্য : টাকা ৩০.০০

কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ;

(৩) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(৪) **"উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR)"** অর্থ উৎপাদনকারী বা আমদানিকারকের পণ্য ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহারের পর উক্ত পণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য নিজ দায়িত্বে বা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে গৃহীত পরিবেশসম্মত যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তা পর্যায়ে সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উৎপাদনকারী কর্তৃক ভোক্তাকে প্রণোদনা প্রদান, সৃষ্ট বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, পুনঃপ্রক্রিয়া এবং উহার সঠিক ব্যবস্থাপনা;

(৫) **"কমিটি"** অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;

(৬) **"কঠিন বর্জ্য"** অর্থ তফসিলে বর্ণিত বর্জ্যসহ সকল বাতিল, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, উদ্বৃত্ত বস্তু, সামগ্রী বা উপাদান যাহা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য বা বর্জ্য;

(৭) **"কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা"** অর্থ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত বিবেচনায় উত্তমনীতি অনুসারে কঠিন বর্জ্য উৎসে হ্রাসকরণ, পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পুনরুদ্ধার, পুনর্ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, স্থানান্তর, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিত্যজন (Disposal) সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(৮) **"কম্পোস্টিং"** অর্থ অনুজীব, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা জৈব বস্তু নিয়ন্ত্রিতভাবে পচাইয়া জৈব সার উৎপাদন;

(৯) **"চোয়ানি (**Leachate**)"** অর্থ বর্জ্য পচনকালে উক্ত বর্জ্য হইতে চোয়াইয়া নির্গত দূষিত তরল যাহাতে দ্রবীভূত ও ভাসমান বা নিলম্বিত (Suspended) পদার্থ থাকে;

(১০) **"ছক"** অর্থ এই বিধিমালার ছক;

(১১) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(১২) **"প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত ব্যক্তি বা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি সংগঠন;

(১৩) **"পরিত্যজন (Disposal)"** অর্থ ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানি এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণ না ঘটিতে পারে তদরূপভাবে কঠিন বর্জ্য চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগকরণ;

(১৪) **"পরিবহন"** অর্থ কঠিন বর্জ্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরের স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি যাহাতে স্থানান্তরকালে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, পথিমধ্যে বর্জ্যের কোনো অংশ পড়িয়া না যায়, দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা না হয় এবং মশা, মাছি, পোকা, মাকড়, ইঁদুর, ছুঁচো ও কীটপতঙ্গ প্রবেশ করিতে না পারে;

(১৫) **"পরিশোধন (Treatment)"** অর্থ জৈব, রাসায়নিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক বা শিল্প বর্জ্যের দূষণকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে জীবজগত ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি দূরীকরণ;

(১৬) **"পুনঃচক্রায়ন (Recycle)"** অর্থ বর্জ্যের পৃথককৃত অপচনশীল (Non-Biodegradable) অংশ বা অংশবিশেষকে পুনরায় ব্যবহারের লক্ষ্যে নূতন দ্রব্য হিসাবে রূপান্তর করা;

(১৭) **"পুনর্ব্যবহার (Reuse)"** অর্থ বর্জ্যের পৃথককৃত অপচনশীল (Non-Biodegradable) অংশ বা অংশবিশেষকে পুনরায় ব্যবহার করা;

(১৮) **"পুনরুদ্ধার (Recover)"** অর্থ পণ্য সামগ্রীর পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এবং শক্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ ও টেকসই ব্যবহার;

(১৯) **"প্রক্রিয়াকরণ (Processing)"** অর্থ কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, কম্পোস্টিং, বায়ো-গ্যাস জেনারেশন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(২০) **"পৃথকীকরণ (Segregation)"** অর্থ কঠিন বর্জ্য বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে পৃথক করা;

(২১) "**বর্জ্য**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঠ) এ সংজ্ঞায়িত বর্জ্য;

(২২) **"মহাপরিচালক"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ড) এ সংজ্ঞায়িত মহাপরিচালক;

(২৩) **"সরকার"** অর্থ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(২৪) **"স্যানিটারি ল্যান্ডফিল স্থান"** অর্থ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বর্জ্য চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন বা জমা করিবার নিরাপদ স্থান;

(২৫) **"স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ**" অর্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ; এবং

(২৬) **"হ্রাসকরণ (Reduce)"** অর্থ গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এককালীন ব্যবহার্য পণ্য ক্রয় ও ব্যবহার সীমিতকরণ, পুনঃব্যবহার বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য পণ্যের অধিক ব্যবহারসহ অভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে পণ্যের কাঁচামালের ব্যবহার এবং বর্জ্য সৃষ্টি হ্রাসকরণ।

(খ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **জাতীয় সমন্বয় কমিটি।**—(১) সরকার, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করিল, যথা :—

(ক)	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ)	অর্থ বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ)	স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ)	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(চ)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ছ)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(জ)	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঝ)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঞ)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ট)	বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঠ)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ড)	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঢ)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ণ)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
(ত)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)	-	সদস্য
(থ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি	-	সদস্য
(দ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ধ)	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ন)	প্লাস্টিক প্রস্তুতকারী বা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(প)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-	সদস্য-সচিব

(২) কমিটি, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) অধিদপ্তর কমিটিকে সাচিবিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) সরকার, জাতীয় সমন্বয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনে, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে তদারকি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৪। **কার্যাবলি।**—কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ভূ-গর্ভস্থ পানি, বায়ু, চোয়ানি এবং কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ, পুনঃচক্রায়ন এর ক্ষেত্রে তফসিল ২ ও ৩ এ উল্লিখিত বিধানাবলির যথাযথ অনুসরণ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ;

(খ) বিধিমালা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক নির্দেশনা প্রদান;

(গ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং চূড়ান্ত পরিত্যজন সংক্রান্ত নূতন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলি জারির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং চূড়ান্ত পরিত্যজন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা অনুমোদন;

(চ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম বা যথাযথ পদ্ধতি অনুসৃত না হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ব্যাখ্যা তলব বা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কমিটি উহার দায়িত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় সরেজমিনে তদন্ত করিয়া তৎকর্তৃক ধার্য তারিখের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(জ) পরিবেশ দূষণকারী ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য সৃষ্টিকারী পণ্যের ব্যবহার বন্ধ বা সীমিতকরণে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঝ) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে সুপারিশ প্রদান।

৫। **সভা।**—(১) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) কমিটির সভা বৎসরে অন্যূন ২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৬। **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মৌলনীতি অনুসরণ।**—বর্জ্য হইতে সম্পদ পুনরুদ্ধার (Resource Recovery) এর ক্ষেত্রে বর্জ্য ক্রমাধিকার (Waste Hierarchy) কে বিবেচনা করিয়া বর্জ্য সৃষ্টির উৎস হইতে চূড়ান্ত পরিত্যজন (Disposal) এর পূর্বে ক্রমানুসারে প্রত্যাখ্যান, বর্জ্য হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনরুদ্ধার, পরিশোধন, অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ অনুসরণ করিতে হইবে।

৭। **বর্জ্য সৃজনকারী এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব।**—সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বসবাসরত বর্জ্য সৃজনকারী এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(১) স্বীয় কর্মস্থল বা আবাসস্থলে সৃষ্ট সকল বর্জ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিত্যজন করা;

(২) জৈবিকভাবে পচনশীল, অপচনশীল এবং তফসিল ১ এ বর্ণিত গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য পৃথক করিয়া স্বীয় আঙ্গিনা বা স্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন ঢাকনাযুক্ত ৩ (তিন) টি পাত্রে মজুদ বা সংরক্ষণ করিয়া স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণির বর্জ্যের জন্য নির্দিষ্টকৃত ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা;

(৩) বর্জ্যের কোনো অংশ উন্মুক্ত না রাখা, যাহা হইতে—

(অ) পশু পাখি বর্জ্য ছড়াইতে পারে;

(আ) দুর্গন্ধ ছড়াইতে পারে;

(ই) বাতাসে মিশ্রিত হইতে পারে;

(ঈ) পতিত হইতে পারে; বা

(উ) বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ চোয়াইতে পারে;

(৪) অবকাঠামো নির্মাণ ও ভাঙন হইতে সৃষ্ট বর্জ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবার পূর্ব পর্যন্ত পৃথকভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে ধুলাবালি বাতাসে ছড়াইতে বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ড্রেনে পতিত না হয়;

(৫) একক বা সম্মিলিতভাবে সৃষ্ট বর্জ্য স্বীয় আঙ্গিনার বাহিরে রাস্তা, খোলা জায়গা, ড্রেন বা পানিতে নিক্ষেপ না করা এবং উন্মুক্তস্থানে না পোড়ানো; এবং

(৬) পার্ক, স্টেশন, টার্মিনাল বা জনসমাগমস্থলে নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যতীত যত্রতত্র কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ না করা।

৮। **প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।**—প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(১) দোকান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের ময়লা-আবর্জনা জমা করিয়া নির্ধারিত জায়গায় ফেলা নিশ্চিত করা;

(২) বর্জ্য রাস্তায় বা ড্রেনে নিক্ষেপ না করা বা না পোড়ানো;

(৩) বর্জ্য নিক্ষেপের জন্য প্লাস্টিকজাত ব্যাগের ব্যবহার রোধ করা এবং জৈব পচনশীল ব্যাগ বা মোড়ক ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান;

(৪) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উৎস হইতে বর্জ্য পৃথকীকরণ, পৃথকীকৃত বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহের সুবিধা প্রদান, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য অনুমোদিত বর্জ্য সংগ্রহকারী বা অনুমোদিত পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণকারীর নিকট হস্তান্তরকরণ; এবং

(৫) পচনশীল বর্জ্য স্বীয় আঙ্গিনায় গর্ত করিয়া কম্পোস্টিং বা বায়ো-মিথেনেশান এর মাধ্যমে যতদূর সম্ভব প্রক্রিয়াকরণ ও পরিত্যজন এবং অবশিষ্ট বর্জ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বর্জ্য সংগ্রহকারী বা সংস্থাকে প্রদান।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'জৈব পচনশীল ব্যাগ বা মোড়ক' অর্থ অনুজীবের ক্রিয়ায় পচনযোগ্য ব্যাগ বা মোড়ক যাহা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় মান উত্তীর্ণ।

৯। **পণ্য প্রস্তুতকারক বা আমদানিকারকের দায়িত্ব।**—পণ্য প্রস্তুতকারক বা আমদানিকারকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ; যথা :—

(১) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর আওতায় জৈবিকভাবে অপচনশীল ডিসপোজেবল পণ্যের প্রস্তুতকারী বা আমদানিকারকগণ টিন, গ্লাস, প্লাস্টিক, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, পলিথিন, মাল্টিলেয়ার প্যাকেজিং বা মোড়ক, বোতল, ক্যান বা সমজাতীয় পণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য গ্রাহক পর্যায় হইতে সংগ্রহ করিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুনঃচক্রায়নসহ পরিত্যজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা;

(২) বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবেশসম্মত পরিত্যজন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৩) নিজস্ব উদ্যোগে অথবা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথ উদ্যোগে অর্থায়নসহ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

(৪) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর নির্দেশিকা যথাযথ বাস্তবায়ন করা;

(৫) নিজস্ব অর্থায়নে উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) বাস্তবায়ন বা সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথ উদ্যোগে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) বাৎসরিক প্লাস্টিক পুনঃচক্রায়নের পরিমাণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রতি বৎসরের মার্চ মাসে মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করা;

(৭) সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় জনগণের করণীয় বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; এবং

(৮) পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ক্রেতা বা ভোক্তার করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক' অর্থ সকল বা যে কোনো প্রকার প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকযুক্ত কোনো ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, ঠোঙ্গা, মোড়ক বা অন্য কোনো ধারক অথবা সমজাতীয় অন্য কোনো সামগ্রী যাহা একবার মাত্র ব্যবহার করা হয় এবং যাহা সাধারণত পুনর্ব্যবহার বা পুনঃচক্রায়ন করা হয় না।

১০। **স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।**—স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(১) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন এবং তফসিলে বর্ণিত নির্দেশনাবলি অনুসরণ;

(২) বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় কৌশল এবং নির্দেশনা অনুসরণে ছক ১ এ বর্ণিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৩) প্রণীত পরিকল্পনা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটির নিকট দাখিল করা;

(৪) স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার সমিতি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিটি বাড়ি অথবা অন্য কোনো উৎস হইতে জৈবিকভাবে পচনশীল এবং অপচনশীল কঠিন বর্জ্য ও তফসিল ১ এ উল্লিখিত গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য তিন শ্রেণিতে পৃথকভাবে সংগ্রহ, পরিবহন ও ব্যবস্থাপনা;

(৫) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলা, স্তূপীকরণ এবং পোড়ানোর ব্যাপারে নির্দেশনা জারি করা;

(৬) কঠিন বর্জ্য তিনটি পৃথক শ্রেণিতে সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত স্ব স্ব আবাসস্থল বা প্রাঙ্গণে পৃথক পাত্রে সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা জারি এবং উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত নজরদারি করা;

(৭) আবাসিক এলাকা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিনোদন কেন্দ্র, পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্প-কারখানা, কসাইখানা, মৎস্য, ফল ও সবজি বাজার বা আড়ত হইতে পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ এবং পৃথক করিয়া নির্ধারিত স্থানে কম্পোস্টিং বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা রাস্তার ভ্রাম্যমাণ দোকান হইতে উৎপন্ন উচ্ছিষ্ট খাদ্য, পরিত্যজনযোগ্য প্লেট, কাপ, ক্যান, মোড়ক, নারিকেলের খোল, উদ্বৃত্ত খাদ্য, শাকসবজি, ফল জাতীয় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করিয়া নির্ধারিত বর্জ্য সংগ্রহ কন্টেইনার বা ভ্যানে জমা করা;

(৯) অবকাঠামো নির্মাণ ও ভাঙন সংশ্লিষ্ট বর্জ্য অন্যান্য বর্জ্য হইতে পৃথকভাবে সংগ্রহ ও অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) বিধি ৬ এ উল্লিখিত মৌলনীতি অনুসরণে বর্জ্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ;

(১১) গৃহস্থালি হইতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য এবং নালা ও নর্দমা হইতে উত্তোলিত কঠিন বর্জ্য, মল, বিষ্ঠা আচ্ছাদিত স্থানে জমা করা;

(১২) কঠিন বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহপূর্বক যথাযথভাবে আবৃত করিয়া, সরাসরি চূড়ান্ত পরিত্যজনস্থলে অথবা পরিশোধনস্থলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) চিকিৎসা-বর্জ্যের ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণ;

(১৪) স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কঠিন বর্জ্য পরিবহনকারী ভ্যান বা গাড়িতে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকাবস্থায় পরিবহনের জন্য ভ্যান বা গাড়িতে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবহার করা;

(১৫) তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকভাবে ও আচ্ছাদিত ব্যবস্থায় পরিবহন করা;

(১৬) উৎসে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য অর্থাৎ জৈবিকভাবে পচনশীল কঠিন বর্জ্যের জন্য সবুজ, জৈবিকভাবে অপচনশীল কঠিন বর্জ্যের জন্য হলুদ ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যের জন্য লাল রং বিশিষ্ট পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা রাখা;

(১৭) গৃহস্থালি বা কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য শ্রেণিভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে তিন শ্রেণির বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) সাধারণ নাগরিকের সুবিধার্থে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ রং অনুযায়ী চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৯) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তফসিল ২ ও ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি ও মানমাত্রা বজায় রাখিয়া কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ ও চূড়ান্ত পরিত্যজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(২০) তফসিল ৪ এ বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণে পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্যকে জ্বালানিতে রূপান্তরিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২১) জৈবিকভাবে পচনশীল বা অপচনশীল কঠিন বর্জ্য হইতে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে পরিবেশসম্মত পদ্ধতিতে কম্পোস্টিং, বায়ো-গ্যাস জেনারেশন, রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল (RDF), সলিড রিকোভার্ড ফুয়েল (SRF), বিদ্যুৎ উৎপাদন, জৈব পচনশীল সার উৎপাদন ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান;

(২২) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে পচনশীল কঠিন বর্জ্য বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২৩) পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সরকারি বা বেসরকারি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রদান;

(২৪) কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ কারখানা হইতে পরিত্যক্ত বা উচ্ছিষ্ট এবং জৈবিকভাবে অপচনশীল বর্জ্য মানমাত্রা বজায় রাখিয়া স্যানিটারি ল্যান্ডফিল বা ভস্মীকরণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন করা;

(২৫) নূতন সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করিবার সময় নগর ব্যবহার পরিকল্পনায় কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, পরিত্যজন এবং ল্যান্ডফিলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান অন্তর্ভুক্তকরণ;

(২৬) কঠিন বর্জ্য চূড়ান্তভাবে পরিত্যজনের স্থানে উহার ব্যবহার শুরুর অন্তত ১ (এক) বৎসর পূর্বে নির্বাচন এবং, প্রয়োজনে, উহা অধিগ্রহণের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৭) কঠিন বর্জ্য দ্বারা ভূমি ভরাটস্থল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ; এবং

(২৮) উৎসে বর্জ্য হ্রাস ও উৎসে বর্জ্য পৃথককরণের বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ।

১১। **অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।**—অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন এবং তফসিলসহ এতৎসংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ;

(খ) স্ব স্ব এলাকা, স্থাপনা বা গণপরিবহনে স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা জৈবিকভাবে পচনশীল কঠিন বর্জ্য, জৈবিকভাবে অপচনশীল কঠিন বর্জ্য ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য ৩ (তিন) শ্রেণিতে পৃথকভাবে সংগ্রহ করা এবং নদ-নদী, পুকুর বা জলাধারে কোনো প্রকারের বর্জ্য নিক্ষেপ বা পরিত্যজন বন্ধে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিত্যজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) যাত্রীবাহী বাস, ট্রেন বা নৌযান হইতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিত্যজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) দফা (গ) এ উল্লিখিত বর্জ্য কোনো অবস্থাতেই রাস্তা, পুকুর, জলাধার বা উন্মুক্ত স্থানে নিক্ষেপ না করা; এবং

(চ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছক ১ এ বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ ।

১২। **কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।**—স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, যথা :—

(১) কঠিন বর্জ্য চূড়ান্তভাবে নিক্ষেপ বা ফেলিবার বিদ্যমান স্থানের উন্নতি সাধন;

(২) কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি পরীক্ষা করা;

(৩) কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থাপনের জন্য নূতন জায়গা নির্বাচন চূড়ান্তকরণ;

(৪) নির্বাচিত নূতন জায়গায় কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন সুবিধাদি স্থাপনের কাজ শুরু করা; এবং

(৫) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) নির্দেশিকা মোতাবেক গৃহীত যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন।

১৩। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতি অর্থবৎসরে বার্ষিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (Annual Waste Report) নামক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে এবং প্রতি অর্থবৎসর শেষে পরবর্তী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছক ২ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন কমিটির নিকট দাখিল করিবে।

(২) বার্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিটির পক্ষে কমিটির সদস্য সচিব একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া কমিটি, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব বা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। **দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন দাখিল ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।**—(১) কঠিন বর্জ্য সংগ্রহকরণ, পৃথকীকরণ, মওজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ, চূড়ান্ত পরিত্যজন এবং পরিবহনের সময় যদি কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা হইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ছক-৩ অনুযায়ী দুর্ঘটনা ঘটিবার অনধিক ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট উক্ত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত করিবেন।

(৩) কমিটির সদস্য সচিব প্রাপ্ত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ও তদন্ত প্রতিবেদনসমূহ সমন্বিত করিয়া কমিটি সমীপে উপস্থাপন করিবেন।

১৫। **দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার বিধি ৭, বিধি ৮ এর উপবিধি (১), (২) ও (৪) এবং বিধি ৯ এর উপবিধি (১), (৪) ও (৮) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১৬। **স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের স্বীকৃতি।**—(১) সরকার, জাতীয় সমন্বয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা তথা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতি বৎসর প্রশংসনীয় বা অনুকরণীয় কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশংসনীয় বা অনুকরণীয় কাজের স্বীকৃতি প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারণসহ এতদসংক্রান্ত একটি পৃথক নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

১৭। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার, এই বিধিমালার বিধানের অস্পষ্টতার কারণে বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

তফসিল ১

[বিধি ৭ (২), ১০ (৪) দ্রষ্টব্য]

গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যের শ্রেণি ও তালিকা

শ্রেণি	পণ্য/যন্ত্রপাতি
(১)	(২)
গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য	১। স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডায়াপার; ২। গজ, ব্যান্ডেজ; ৩। এয়ার ফ্রেশনারসহ এ্যারোসল ক্যান; ৪। মোবাইল ব্যাটারি এবং অন্যান্য ব্যাটারি; ৫। ব্লিচ এবং পরিবার বা রান্না ঘর এবং ড্রেন পরিষ্কারের এজেন্ট; ৬। গাড়ির ব্যাটারি, তেল ফিল্টার, গাড়িতে ব্যবহার্য পণ্য; ৭। রাসায়নিক জাতীয় প্রসাধনী পণ্য; ৮। কীটনাশক এবং কীটনাশক ধারক; ৯। সব ধরনের আলোক বাতি; ১০। অব্যবহৃত বা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও ধারক; ১১। পেইন্টস, তেল, লুব্রিকেন্টস, আঠা, পলিশার, থিনার এবং ধারক; ১২। আগাছা নাশক এবং ধারক; ১৩। গ্যাস লাইটার এবং রিফিল পাত্র; ১৪। এলপিজি পাত্র; ১৫। নূতন সরঞ্জাম হইতে প্রাপ্ত স্টাইরোফোম এবং নরম ফোম প্যাকেজিং পণ্য; ১৬। থার্মোমিটার এবং পারদ সমেত পণ্য; ১৭। সূঁচ এবং সিরিঞ্জ; ১৮। হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক,গাউন, গগলস, ফেইস শিল্ড; ১৯। টুথপেস্ট বা সেভিং ক্রিম বা এন্টিসেপটিক ও ধারক; ২০। নষ্ট টর্চলাইট; এবং ২১। মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য।

তফসিল ২

[বিধি ৪ (ক), ১০ (১৯), তফসিল ৩ (ঘ) (৫) দ্রষ্টব্য]

কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ নির্দেশনাবলি

(ক) কম্পোস্টিং এর মানদন্ড:—বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ স্থানে জৈব পচনশীল বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সহিত কম্পোস্টিং অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কম্পোস্টিং প্লান্ট হইতে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা :—

(১) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ স্থানে জৈব বর্জ্য আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে। দীর্ঘ সময় ধরিয়া বর্জ্য সংরক্ষণ করিতে হইলে বর্জ্য সংরক্ষণের স্থান ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। যদি এই ধরনের বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করিতে হয় তাহা হইলে সেইখানে চোয়ানি এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ ড্রেনের মাধ্যমে চোয়ানি পরিশোধন এবং পরিত্যজন স্থানে নেবার ব্যবস্থাসহ অভেদ্য বেজের (Impermeable Base) ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইটে গন্ধ এবং অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি কমাইবার জন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং মশা-মাছি, ইঁদুর ও পাখির উপদ্রব হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কম্পোস্টিং প্লান্ট অকার্যকর হইলে বা মেরামতের সময় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইটে কঠিন বর্জ্য আনা বন্ধ রাখিতে হইবে। উক্ত সময়ে সাময়িকভাবে বর্জ্য রাখিবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করিতে হইবে বা ল্যান্ডফিলে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্লান্ট পুনরায় চালু হইলে উক্ত বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে ও পরবর্তী প্রত্যাখ্যাত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইট হইতে নিয়মিতভাবে সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং স্তূপাকারে জমা রাখা যাইবে না। পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য উপযুক্ত বিক্রেতার নিকট প্রদান করিতে হইবে। পুনঃচক্রায়ন যোগ্য নয় কিন্তু উচ্চ ক্যালোরিফিক বর্জ্য আলাদা করিয়া ওয়েস্ট টু এনার্জি প্লান্ট বা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কো-প্রসেসিং বা তাপভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে হইবে। শুধুমাত্র প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি হইতে প্রত্যাখ্যাত বর্জ্য স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) কম্পোস্টিং এলাকায় অভেদ্য বেসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উক্ত বেজ কংক্রিট বা কম্পোস্ট কাদা মাটির ৫০ সেঃমিঃ পুরুত্বের হইবে যাহার পারমিবিলিটি কো-অফিসিয়েন্ট ১×১০^{-৭} সেঃমিঃ/সেকেন্ড। উক্ত বেসের চারিদিকে বৃত্তাকার এবং ১% হইতে ২% কৌণিকভাবে চোয়ানি বা ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ সংগ্রহের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করিতে হইবে। ইহা ছাড়া নিয়মিতভাবে প্লান্টের বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হইবে সেই দিকে দুর্গন্ধ পরিমাপ করিতে হইবে।

(৭) আর্দ্রতা ঠিক রাখিবার জন্য চোয়ানি কম্পোস্টিং প্লান্ট রি-সারকুলেট করিতে হইবে।

(৮) কম্পোস্টিং প্লান্টের ফাইনাল প্রোডাক্ট সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৭ এর ক্ষমতাবলে জারীকৃত বিনির্দেশ এ উল্লিখিত সারের গুণগতমানের মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।

(৯) কম্পোস্টের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য কম্পোস্টের গুণগতমান নিম্নবর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে, যথা :—

কম্পোস্টের মানমাত্রা (Standards for Compost)

(১) ভৌত গুণাবলি (Physical properties)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (Parameters)	মানমাত্রা (Standard)
১।	বর্ণ (Color)	গাঢ় বাদামি হইতে কালো (Dark brown to black)
২।	ভৌত অবস্থা (Physical condition)	অদানাদার আকৃতির (Non-granular form)
৩।	গন্ধ (Odor)	দুর্গন্ধের অনুপস্থিতি (Absence of foul odour)
৪।	জলীয়কণার পরিমাণ (Moisture Content)	সর্বোচ্চ ২০% (Maximum 20%)
৫।	নিষ্ক্রিয় পদার্থ (Inert materials)	সর্বোচ্চ ১% (Maximum 1%)

(২) রাসায়নিক গুণাবলি (Chemical properties)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (Parameters)	মানমাত্রা (Standard)
১।	পিএইচ (pH)	৬.০—৮.৫
২।	অর্গানিক কার্বন (Organic Carbon)	১০—২৫%
৩।	নাইট্রোজেন (Nitrogen, N)	০.৫—৪.০%
৪।	কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত (C:N)	সর্বোচ্চ ২০: ১
৫।	ফসফরাস (Phosphorus, P)	০.৫—৩.০%
৬।	পটাশিয়াম (Potassium, K)	০.৫—৩.০%
৭।	সালফার (Sulfur, S)	০.১—০.৫%
৮।	দস্তা (Zinc, Zn)	সর্বোচ্চ ০.১%
৯।	তামা (Copper, Cu)	সর্বোচ্চ ০.০৫%
১০।	ক্রোমিয়াম (Chromium, Cr)	সর্বোচ্চ ৫০ পিপিএম
১১।	ক্যাডমিয়াম (Cadmium, Cd)	সর্বোচ্চ ৫ পিপিএম
১২।	সীসা (Lead, Pb)	সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম
১৩।	নিকেল (Nickel, Ni)	সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম

নোট: কম্পোস্টের (ফাইনাল প্রোডাক্ট) গুণগতমান উপরি উল্লিখিত মানমাত্রার বাহিরে থাকিলে উক্ত কম্পোস্ট খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইবে না। তবে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাইবে।

(খ) **পরিশোধিত চোয়ানি মানমাত্রা :**—পরিশোধিত চোয়ানি পরিত্যজনের জন্য নিম্নবর্ণিত মানমাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

কঠিন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকৃত চোয়ানি নির্গমনের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (Parameters)	একক	মানমাত্রা (Standard) (নির্গমনের স্থান) (উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত)	
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণ পয়ঃনালা
১।	পিএইচ (pH)		৬—৯	৬—৯
২।	বিওডি$_{৫}$; ২০ডিগ্রি সেঃ (BOD_5 at 20 deg Celcius)	mg/l	৩০	২৫০
৩।	সিওডি (COD)	”	২৫০	-
৪।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	”	১০০	৬০০
৫।	দ্রবীভুত বস্তুকণা (অজৈব) (TDS inorganic)	”	২১০০	২১০০
৬।	অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (Ammonical Nitrogen)	”	৫০	৫০
৭।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন	”	১০০	-
৮।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	”	০.২	০.২
৯।	মার্কারি (Hg হিসাবে)	”	০.০১	০.০১
১০।	লেড (Pb হিসাবে)	”	০.১	১.০
১১।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	”	২.০	১.০
১২।	মোট ক্রোমিয়াম (Total Cr)	”	২.০	২.০
১৩।	কপার (Cu হিসাবে)	”	৩.০	৩.০
১৪।	জিংক (Zn হিসাবে)	”	৫.০	১৫.০
১৫।	নিকেল (Ni হিসাবে)	”	৩.০	৩.০
১৬।	সায়ানাইড (CN হিসাবে)	”	০.২	২.০
১৭।	ক্লোরাইড (Cl^- হিসাবে)	”	১০০০	১০০০
১৮।	ফ্লোরাইড (F^- হিসাবে)	”	২.০	১.৫
১৯।	ফেললিক যৌগ (C_6H_5OH হিসাবে)	”	১.০	৫.০

(গ) কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটর (Solid Waste Incinerator) :—

১। ইনসিনারেটর পরিচালনার মানদন্ড (Operating Standard)

স্থিতিমাপ (Parameters)	সবিস্তার বিবরণী (Specification)	মানদন্ড (Standard)
তাপমাত্রা	প্রাইমারি চেম্বার	>৮৫০° সেন্টিগ্রেড
	সেকেন্ডারি চেম্বার	ন্যূনতম ১০০০° সেন্টিগ্রেড
	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রে অনুপ্রবেশকারী গ্যাস	<২০০০° সেন্টিগ্রেড
গ্যাস রেসিডেন্স সময় (Gas residence time)	সর্বশেষ দাহ বায়ু অনুপ্রবেশের পর (After last injection of combustion air)/সেকেন্ডারি চেম্বার	≥ ২ সেকেন্ড
বায়ু প্রবাহ (Air flow)	সর্বমোট দাহ বায়ু (Total combustion air)	অতিরিক্ত ১৪০-২০০%
	ইনসিনারেটরে বায়ু সরবরাহ ও বিতরণ	পর্যাপ্ত
	সকল জোনে দাহ গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ	ভালো মিশ্রণ (Good mixing)
	ফ্লু গ্যাসের সহিত বস্তুকণার নিঃসরণ (Particulate matter entrainment into flue gas)	বায়ুর গতি পরিমিত রাখা (Minimize by keeping moderate air velocity)
অক্সিজেনের ঘনত্ব (অতিরিক্ত) Oxyzen Conc. (excess)	-	সর্বোচ্চ ৬%
দহন ক্ষমতা (Combustion Efficiency)	$CE= \frac{CO_2}{\%\ CO_2 + \%CO} \times 100$	ন্যূনতম ৯৯%
পরিবীক্ষণ	নিরবচ্ছিন্ন নিঃসরণ পরিবীক্ষণ (Continuous emission monitoring)	বস্তুকণা, CO, SO_2, HF, HCl, NOx এবং ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত অন্য কোনো প্যারামিটার
	নিরবচ্ছিন্ন প্রসেস প্যারামিটার পরিবীক্ষণ (Continuous process parameters monitoring)	ফার্নেসের তাপমাত্রা, ফ্লু গ্যাস আউটলেট তাপমাত্রা, চাপ, জলীয় বাষ্প এবং ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত অন্য কোনো প্যারামিটার
	নিয়মিত নিঃসরণ পরিবীক্ষণ (বৎসরে ২-৪ বার)	ভারী ধাতু, ডাইঅক্সিন এবং ফুরান
দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস স্থাপন	ফেব্রিক ফিল্টার ড্রাই (সাধারণত ড্রাই ইঞ্জেকশন সুবিধাসহ, প্যাকড বেড, ভেঞ্চুরি বা অন্য কোনো ওয়েট স্ক্রাবার, ইলেক্ট্রোস্টেটিক প্রিসিপিটেটর (ইএসপি)

স্থিতিমাপ (Parameters)	সবিস্তার বিবরণী (Specification)	মানদণ্ড (Standard)
চিমনীর উচ্চতা	ইনসিনারেটরের ক্ষমতা < ৩০০ টন দৈনিক	৪৫ মিটার
	ইনসিনারেটরের ক্ষমতা ≥ ৩০০ টন দৈনিক	৭০ মিটার

নোট: চিমনীর উচ্চতা ডিসপার্সন মডেলিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা উপরিউক্ত টেবিলে বর্ণিত উচ্চতার কম হইবে না।

২। স্ট্যাক নিঃসরণ মানমাত্রা (Emission Standard)

স্থিতিমাপ (Parameters)	গড় সময়	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা (mg/Nm^3)
বস্তুকণা	১ ঘণ্টা	৩০
	২৪ ঘণ্টা	২০
কার্বন মনোঅক্সাইড	১ ঘণ্টা	১০০
	২৪ ঘণ্টা	৮০
নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	১ ঘণ্টা	৩০০
	২৪ ঘণ্টা	২৫০
সালফার ডাই অক্সাইড	১ ঘণ্টা	১০০
	২৪ ঘণ্টা	৮০
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	১ ঘণ্টা	৬০
	২৪ ঘণ্টা	৫০
মার্কারি	০.৫-৮ ঘণ্টা	০.০৫
ক্যাডমিয়াম ও থ্যালিয়াম	০.৫-৮ ঘণ্টা	০.১
এন্টিমনি, আর্সেনিক, লেড, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, কপার, ম্যাঙ্গানিজ এবং নিকেল	০.৫-৮ ঘণ্টা	০.৫
হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড	০.৫ ঘণ্টা	১.০
ডাইঅক্সিন এবং ফুরান	৬-৮ ঘণ্টা	০.১ ng TEQ /Nm^3

৩। তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity):

স্থিতিমাপ	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা (mg/Nm^3)
Alpha (α)	০.০-০.১ Bq
Beta (β)	০.০-০.১ Bq

নোট: পিভিসি জাতীয় প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে পরিত্যজন বা বিনষ্ট করিতে হইবে।

তফসিল ৩

[বিধি ৪ (ক), বিধি ১০ (১৯) দ্রষ্টব্য]

(ক) ল্যান্ডফিল বিষয়ক নির্দেশনাবলি :—

বিষয়	বর্ণনা
১। ল্যান্ডফিল স্থান নির্বাচন	(ক) পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ), রক্ষিত এলাকা, অভয়ারণ্য, ঘোষিত পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা এবং প্লাবন ভূমিতে ল্যান্ডফিল প্রকল্পের অনুমতি দেওয়া যাইবে না। (খ) কমপক্ষে ২০-২৫ বৎসর ব্যবহার করা যায় এবং ফেজভিত্তিক ছোট ছোট "ল্যান্ডফিল সেল" তৈরি করিয়া ব্যবহার ও বন্ধ করা যায় এইরূপ স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। (গ) ৫ টনের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিত্যজনের স্থানের চতুর্পার্শ্বে বাফার জোন রাখিতে হইবে যেখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে প্রতিটি ল্যান্ডফিলের জন্য পৃথক পৃথক বাফার জোনের নির্দেশনা জারি করিবে।
২। দূরত্ব নির্দেশক নির্দেশনাবলি	(ক) নদী, জলাভূমি, পুকুর হইতে ন্যূনতম ২০০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে। (খ) আবাসিক উন্নয়ন প্রকল্প হইতে ২৫০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে। (গ) জাতীয় মহাসড়ক, আবাসস্থল, পাবলিক পার্ক এবং পানি সরবরাহ কূপ হইতে ৫০০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে। (ঘ) বিমানবন্দর এবং এয়ারবেস হইতে ৩ কি: মি: দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে।
৩। ল্যান্ডফিলে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা	(ক) স্টর্ম ওয়াটার নির্গমন ড্রেনের পথ এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে কম পরিমাণ চোয়ানি তৈরি হয় এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ রোধ করা যায়। (খ) স্টর্ম ওয়াটার (Storm Water) ড্রেন এইরূপ ডিজাইনে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ ল্যান্ডফিল স্থানে প্রবেশ করিতে না পারে এবং কঠিন বর্জ্যের চোয়ানি কোনভাবেই উক্ত পানির প্রবাহের সহিত মিশ্রিত না হয়। (গ) পরিত্যজন এলাকার ব্যাস ও ওয়ালে নন-পারমেবল (Non permeable) লাইনিং ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বিষয়	বর্ণনা
	(ঘ) ল্যান্ডফিলে ১.৫ মিমি পুরুত্বের এইচডিপিই (HDPE) জিও-মেমব্রেন বা জিও সিনথেটিক লাইনার (Geo-membrane or Geo-synthetic liner) অথবা সমকক্ষ কোনো লাইনার ও ৯০ সেমি পুরুত্বের মাটির (কাদা বা সংশোধিত মাটি) ওভারলাইং স্তর যাহার পারমেবলিটি কো-অফিসিয়েন্ট ১X১০$^{-৭}$ সেঃমিঃ/ সেকেন্ড এর কম এর কম্পোজিট লাইনার। (ঙ) ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল সর্বোচ্চ স্তর কাদা বা সংশোধিত মাটির প্রতিবন্ধক স্তরের কমপক্ষে ২ মিটার এর নীচে থাকিতে হইবে। (চ) ল্যান্ডফিলে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিশোধনের ব্যবস্থাসহ চোয়ানি ব্যবস্থাপনা থাকিবে হইবে। চোয়ানি কোনো অবস্থাতেই উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাইবে না। (ছ) ল্যান্ডফিল এলাকায় এইরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে চোয়ানি প্রবাহিত হইয়া নদী, লেক বা পুকুরে প্রবেশ করিতে না পারে। কোনো কারণে প্রবাহমান পানির সহিত চোয়ানি মিশ্রিত হইলে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উক্ত পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৪। বন্ধ ল্যান্ডফিলের বহিরাবরণ বিষয়ক নির্দেশনাবলি	(ক) আবরণের কাদা বা মাটির তৈরী ৬০ সেঃমিঃ পুরুত্বের প্রতিবন্ধক থাকিবে যাহার পারমিবিলিটি কো-অফিসিয়েন্ট (Permeability Coeffcient) ১×১০$^{-৭}$ সেঃমিঃ/সেকেন্ড এর কম হয়। (খ) প্রতিবন্ধকের উপরে ১৫ সেঃমিঃ ড্রেনেজ স্তর থাকিতে হইবে। (গ) ড্রেনেজ স্তরের উপরে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সহায়ক এবং ভূমি ধ্বংসরোধী ৪৫ সেঃমিঃ উদ্ভিদ জন্মানোর উপযোগী স্তর হয়। (ঘ) ৫ টনের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিত্যজনের স্থানের চতুর্পার্শ্বে বাফার জোন রাখিতে হইবে যেখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।
৫। স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে বিবেচ্য সুযোগ-সুবিধা	(ক) ল্যান্ডফিল স্থানে দেয়াল ও যথোপযুক্ত গেট নির্মাণ করিতে হইবে। (খ) ল্যান্ডফিলের সংযোগ এবং অভ্যন্তরীণ সড়কসমূহ পাকা বা কংক্রিটের হইতে হইবে। (গ) বর্জ্য রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য অফিস, মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি রাখিবার জন্য সেড রাখিতে হইবে। (ঘ) বর্জ্য পরিমাপের জন্য ওয়ে ব্রীজ (Weigh Bridge) এবং অগ্নি নিবারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বিষয়	বর্ণনা
	(ঙ) ল্যান্ডফিলে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য খাবার পানি, স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা, পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা রুটিন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (চ) ল্যান্ডফিলে যানবাহন পার্কিং এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, আর্বজনা বহনকারী যানবাহন পরিস্কার এবং ধৌতকরণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (ছ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোনো কারণে যদি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।
৬। ল্যান্ডফিল বন্ধকরণ বিষয়ক নির্দেশনাবলি	(ক) ভারি কমপ্যাক্টর (Compactor) ব্যবহার করিয়া ল্যান্ডফিলে কঠিন বর্জ্য এমনভাবে পাতলা লেয়ারে কমপ্যাক্ট (compact) করিতে হইবে যাহাতে অল্প স্থানে বেশি পরিমাণ কঠিন বর্জ্য বিন্যস্ত হয়। (খ) প্রতিদিন বর্জ্য ফিলিং শেষে ল্যান্ডফিল সেল কমপক্ষে ১০ সেঃমিঃ মাটি, নিস্ক্রিয় পদার্থ বা নির্মাণ সামগ্রী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। (গ) বর্ষা শুরুর পূর্বে ল্যান্ডফিলে ৪০-৬৫ সেঃমিঃ পুরুত্বের মাটির শক্ত আবরণ তৈরি করিতে হইবে।
৭। ল্যান্ডফিল সাইটে বৃক্ষরোপণ বিষয়ক নির্দেশনাবলি	(ক) গবাদি পশুর খাওয়ার অনুপোযোগী এবং অনূর্বর মাটিতে টিকিয়া থাকিতে সক্ষম এইরূপ খরা ও উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু বহু বর্ষজীবী স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ নির্বাচন করিতে হইবে। (খ) ল্যান্ডফিল স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত মূল সর্বোচ্চ ৩০ সেঃমিঃ গভীরে প্রবেশ করিবে না এইরূপ জাতের উদ্ভিদ নির্বাচন করিতে হইবে। (গ) বৃক্ষরোপণ এইরূপ ঘনত্বের করিতে হইবে যাহাতে ল্যান্ডফিল এলাকায় ভূমি ধস না হয়। (ঘ) ল্যান্ডফিলের বাউন্ডারির চতুর্পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে।
৮। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি করপোরশেন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ।
৯। স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের স্থান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পরিবর্তন	অধিদপ্তর, সময় সময়, পরিপত্র জারি করিয়া স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের স্থান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(খ) পানির গুণগতমান মনিটরিং বিষয়ক নির্দেশনাবলি :—

(অ) ল্যান্ডফিল স্থাপনের পূর্বে উক্ত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান সংগ্রহ করিতে হবে এবং মনিটরিং ডাটা বেসলাইন রেফারেন্স হিসাবে সংরক্ষণ করিতে হবে। ল্যান্ডফিল এলাকার পেরিফেরির ৫০ মিটারের মধ্যে রুটিন মাফিক এক বৎসরের বিভিন্ন মৌসুম, যথা:- গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান মনিটরিং করিতে হইবে। উক্ত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে যে ল্যান্ডফিলের কার্যক্রম দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হইবে না।

(আ) ল্যান্ডফিল স্থান এবং উহার আশেপাশের ভূগর্ভস্থ পানি খাবার অথবা সেচ কার্যের জন্য ব্যবহারের পূর্বে পানির গুণগতমান পানের বা সেচ কার্যের জন্য উপযোগী উহা নিশ্চিত হইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ল্যান্ডফিল এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি সুপেয় পানি হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে, যথা :—

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (parameters)	একক	মানমাত্রা (Standard) (উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত)
১।	আর্সেনিক (Arsenic)	মিলিগ্রাম/লিঃ	০.০৫
২।	ক্যাডমিয়াম (Cadmium)	ঐ	০.০০৩
৩।	ক্রোমিয়াম (Chromium hexavalent)	ঐ	০.০৫
৪।	কপার (Copper)	ঐ	১.৫
৫।	ফ্লোরাইড (Fluoride)	ঐ	১.০
৬।	লেড (Lead)	ঐ	০.০১
৭।	মারকারি (Mercury)	ঐ	০.০০১
৮।	নাইট্রেট (Nitrate as NO_3)	ঐ	৪৫.০
৯।	পিএইচ (pH)		৬.৫-৮.৫
১০।	আয়রন (Fe)	মিলিগ্রাম/লিঃ	০.৩ – ১.০
১১।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (Total Dissolved Solids)	ঐ	১০০০
১২।	ক্লোরাইড (Chloride)	ঐ	২৫০
১৩।	সালফেট (Sulfates as SO_4)	ঐ	২৫০
১৪।	বর্ণ (Color)	Hazen unit	১৫

(গ) পরিবেষ্টক বায়ু মনিটরিং বিষয়ক নির্দেশনাবলি :—

(১) ল্যান্ডফিলে গন্ধ কমানো, গ্যাস ছড়ানো প্রতিরোধ এবং ল্যান্ডফিলের ভূপৃষ্ঠে লাগানো উদ্ভিদের সুরক্ষার জন্য ল্যান্ডফিলে গ্যাস সংগ্রহসহ গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ল্যান্ডফিল স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। গ্যাস পুনরুদ্ধার বৃদ্ধি করিবার জন্য গ্যাস সংগ্রহ কূপের সহিত আবরণ হিসাবে জিও মেমব্রেন ব্যবহার করিবার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) ল্যান্ডফিল হইতে উৎপন্ন মিথেন গ্যাসের ঘনত্ব কোনো অবস্থাতেই সর্বনিম্ন দাহ্য মাত্রার ২৫% এর বেশি হইবে না।

(৩) সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে তাপীয় প্রক্রিয়ায় বা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ল্যান্ডফিল গ্যাস ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যথায় ল্যান্ডফিল গ্যাস পোড়াইতে হইবে এবং উহা সরাসরি বাতাসে উন্মুক্ত করা যাইবে না বা অবৈধভাবে ট্রাপিং করা যাইবে না। গ্যাস পোড়ানো বা ব্যবহার সম্ভব না হইলে পরোক্ষ পথে উন্মুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(৪) ল্যান্ডফিল ও উহার আশেপাশের এলাকার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করিতে হইবে। যাহা নিম্নবর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে, যথা :—

বায়ু দূষক	মানমাত্রা	গড় সময়
(১)	(২)	(৩)
কার্বন মনোঅক্সাইড (CO)	০৫ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার	৮ ঘণ্টা
	২০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার	১ ঘণ্টা
লেড (Pb)	০.২৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বাৎসরিক
	০.৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘণ্টা
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2)	৪০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বাৎসরিক
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘণ্টা
বস্তুকণা$_{১০}$ (PM_{10})	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বাৎসরিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘণ্টা
বস্তুকণা$_{২.৫}$ ($PM_{2.5}$)	৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বাৎসরিক
	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘণ্টা
ওজোন (O_3)	১৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	১ ঘণ্টা
	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	৮ ঘণ্টা
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	২৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	১ ঘণ্টা
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘণ্টা
অ্যামোনিয়া (NH_3)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বাৎসরিক
	৪০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘণ্টা

নোট: (১) বায়ু মানমাত্রা অর্থে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Ambient Air Quality Standards) কে বুঝাইবে।

(২) গড়মান বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করিবে না।

(৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে যখন বার্ষিক গড়মান নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিবে না।

(ঘ) ল্যান্ডফিলিং কার্যক্রম সমাপ্তের পরে ল্যান্ডফিল সাইটে করণীয় নির্দেশনাবলি :—

ল্যান্ডফিলিং কার্যক্রম সমাপ্তির পরে কমপক্ষে ১৫ বৎসর এবং উহার অধিক সময় ধরিয়া ল্যান্ডফিলিং বন্ধকরণ পরবর্তী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মনিটরিং পরিচালনা করতে হইবে, যথা :—

(১) সর্বশেষ আবরণের অখন্ডতা এবং কার্যকারিতা রক্ষা করিতে হইবে, প্রয়োজনে উহা মেরামত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বৃষ্টির পানির বা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি যাহাতে ল্যান্ডফিলের ক্ষয়িষ্ণু অংশের উপর দিয়া আগমন-প্রস্থান করিয়া ফাইনাল আবরণ নষ্ট না করিতে পারে।

(২) প্রয়োজনে চোয়ানি সংগ্রহের ব্যবস্থা মনিটরিং করিতে হইবে।

(৩) ল্যান্ডফিল এর আশেপাশের এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান মনিটরিং করিতে হইবে।

(৪) ল্যান্ড ফিল গ্যাস সংগ্রহ ব্যবস্থা এইরূপ পরিচালনা ও মেরামত করিতে হইবে যাহাতে উহা গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকে।

(৫) ল্যান্ডফিল বন্ধকরণের পর কমপক্ষে ১৫ বৎসর ল্যান্ডফিলিং বন্ধকরণ পরবর্তী মনিটরিং পরিচালনা করিয়া মনিটরিং ফলাফল সন্তোষজনক হইলে মানুষের বসবাসের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, অন্যথায় বায়বীয় বর্জ্য এবং চোয়ানি তফসিল-২ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিলে মাটির স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করিয়া মানুষের বসবাসের জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

(ঙ) পুরাতন ডাম্পিং সাইট বন্ধকরণ এবং পুনর্বাসন বিষয়ক নির্দেশনাবলি :—

কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য ধারণক্ষমতা শেষ হইলে বা নূতন বর্জ্য ডাম্পিং সাইট চালু করিবার পূর্বে পুরাতন ডাম্পিং সাইট বন্ধ করিবার জন্য অথবা সঠিক ডিজাইনের স্যানেটারি ল্যান্ডফিল বন্ধ এবং পুনর্বাসন করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(১) বায়ো মাইনিং এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাস করিবার পর রেসিডিউস বর্জ্য নূতন ল্যান্ডফিলে বা ক্রমিক নম্বর ২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্যাপিং করিতে হইবে।

(২) গ্রীন হাউজ গ্যাস সংগ্রহ এবং ব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কঠিন বর্জ্যের আবরণ অথবা জিও মেমব্রেন এর সহিত কঠিন বর্জ্যের আবরণ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) ক্রমিক নম্বর ২ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে ক্যাপিং এর সহিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা, যথা :- কূপ খনন করা এবং কূপ হইতে দূষিত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করিয়া পরিশোধন করিতে হইবে।

(৪) পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কমানোর উপযোগী পদ্ধতি অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে ব্যবহার করা যাইবে।

তফসিল ৪
[বিধি ১০ (২০) দ্রষ্টব্য]

বর্জ্য হইতে জ্বালানিতে রূপান্তরের মানদণ্ড

১। ১০০০ কিলোক্যালরি বা তাহার উর্ধ্বে অ-পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্যকে জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং ল্যান্ডফিলে উহা নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

২। উচ্চ ক্যালরিফিক মানসম্পন্ন বর্জ্য সরাসরি জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইবে অথবা রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল (RDF) প্রস্তুতের জন্য যেকোনো উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন করা যাইবে। ইহা ছাড়াও এই সকল বর্জ্য রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল প্রস্তুতের জন্য ফিড স্টক হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

৩। উচ্চ ক্যালরিফিক বর্জ্য সিমেন্ট প্ল্যান্ট বা অনুরূপ অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কো-প্রসেসিং এর কাজে অথবা স্বতন্ত্র অপারেটরে জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

৪। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা যে কোনো স্বতন্ত্র অপারেটর বর্জ্য হইতে জ্বালানি উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

ছক-১

[বিধি ১০(২), ১১(চ) দ্রষ্টব্য]

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সূচক	একক	সময়সীমা (পরিকল্পনা হইতে)
১।	জনসচেতনতা সৃষ্টি	বর্জ্য পৃথকীকরণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাভারেজ (কর্মসূচির আওতায় আনীত পরিবার)	%	৩ মাস
		বর্জ্য সাময়িক স্তুপীকরণ পদ্ধতি বিষয়ে এলাকাবাসী বা প্রতিষ্ঠানের মাঝে জনসচেতনতার কাভারেজ	%	৪ মাস
		বর্জ্য পরিবেশসম্মত পরিবহন বিষয়ে সংগ্রহকারীদের মাঝে প্রশিক্ষণ কাভারেজ	সংখ্যা	৪ মাস
		পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মাইকযোগে প্রচার	সংখ্যা	৩ মাস
		পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মিডিয়ায় প্রচারণা	সংখ্যা	৬ মাস
২।	নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনায় ওয়ার্ড/ইউপি কাভারেজ	%	৬ মাস
৩।	ভৌত সুবিধাদি প্রদান	শ্রেণিভিত্তিক পৃথক বর্জ্য বিন সরবরাহ	সংখ্যা	৬ মাস
৪।	পুনব্যবহার্য পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র	পুনর্ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের স্থাপিত বিক্রয় কেন্দ্র	সংখ্যা	১ বৎসর
৫।	ভাংগারি ব্যবসায়ী বা সংগ্রহকারীদের তালিকা প্রেরণ	ওয়ার্ডভিত্তিক প্রণীত তালিকা	%	৬ মাস
৬।	প্রণীত তালিকা পুনঃচক্রায়ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ	স্থাপিত মার্কেট সংযোগ	সংখ্যা	৮ মাস
৭।	পুনঃচক্রায়ন কারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান	উদ্যোক্তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির কাভারেজ	সংখ্যা	১ বৎসর
		প্রদত্ত পুরস্কার		
		প্রদত্ত আর্থিক বা কারিগরী সহায়তা		

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সূচক	একক	সময়সীমা (পরিকল্পনা হইতে)
৮।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সহায়তায় অর্গানিক কম্পোস্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ কাভারেজ	সংখ্যা	৮ মাস
৯।	বিধিমালা বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	প্রতি মাসে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	চলমান
১০।	কঠিন বর্জ্য দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৬ মাস

ছক-২

[বিধি ১৩ (১) দ্রষ্টব্য]

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদন নম্বর— তারিখ :

(১) প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

১.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম :

১.২ মোট জনসংখ্যা :

১.৩ ডাক যোগাযোগের ঠিকানা :

১.৪ কনজার্ভেন্সির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তার নাম :

১.৫ ফোন নম্বর :

১.৬ ইমেইল ও ঠিকানা :

(২) দৈনিক সৃজিত গড় কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ : (টন)

২.১ বাৎসরিক কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ : (টন)

২.২ বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সংগৃহীত বাৎসরিক কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ : (টন)

২.৩ অনুনোমোদিত স্থানে স্তুপীকৃত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ (বাৎসরিক) : (টন)

২.৪ অসংগৃহীত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ (বাৎসরিক) : (টন)

২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণ (বাৎসরিক) : (টন)

২.৬ বাৎসরিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণ (সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে)

(অ) জৈবিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ/কম্পোস্টিং : (টন)

(আ) অজৈবিক অপচনযোগ্য বর্জ্য পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ : (টন)

(ই) বর্জ্য ইনসিনারেশন : (টন)

(ঈ) উন্মুক্ত অবস্থায় বর্জ্য পোড়ানো : (টন)

(উ) বর্জ্য ল্যান্ডফিলের পরিমাণ : (টন)

২.৭ ল্যান্ডফিলের প্রকার:

(অ) Unmanaged Shallow/Deep : (টন)

(আ) Managed Anaerobic/Semi-anaerobic : (টন)

(ই) Uncategorized solid waste disposal sites : (টন)

২.৮ ল্যান্ডফিলের অন্যান্য তথ্যাদি

(অ) ল্যান্ডফিল স্থানের সংখ্যা (Number of sites) :

(আ) মোট আয়তন :

(ই) বর্জ্য ওজন করিবার সেতু সুবিধা (Weigh bridge facility) রহিয়াছে কি না :

(ঈ) ল্যান্ডফিল এলাকার সীমানা প্রাচীর রহিয়াছে কিনা :

(উ) ল্যান্ডফিল স্থান আলোকিতকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(ঊ) বুলডোজার, কম্প্যাক্টর এবং অনুরূপ অন্যান্য ধরনের যন্ত্রপাতি থাকিলে উহার নাম :

(ঋ) ল্যান্ডফিল সাইটে নিয়োজিত জনবল সংখ্যা :

(এ) ল্যান্ডফিল সাইটে পর্যাপ্তভাবে আচ্ছাদিতকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(ঐ) ল্যান্ডফিল ভরাটস্থল হইতে গ্যাস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(ও) চোয়ানি সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(৩) মজুদকরণ সুবিধা :

৩.১ বর্জ্য সংগ্রহকরণের আয়তন :

৩.২ বাড়ির সংখ্যা :

৩.৩ বাড়ি বাড়ি সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে উহার জন্য কোনো বেসরকারি সংগঠন বা অন্য কাউকে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ :

৩.৪ বর্জ্যাধার (Bins) :

প্রকার	আকার	সংখ্যা
(অ)	সিমেন্ট কংক্রিট নির্মিত-ধারণ ক্ষমতা	:
(আ)	ট্রলি-ধারণ ক্ষমতা	:
(ই)	কন্টেইনার (কি কি ধরনের বর্জ্য বা স্টিকারসহ) এর ধারণ ক্ষমতা	:
(ঈ)	ডাম্পার প্লেসার (Dumper placer) যন্ত্র	:
(উ)	অন্যান্য (নাম উল্লেখ করুন)যন্ত্র	:

৩.৫ সকল আধার ও সংগ্রহস্থল হইতে প্রতিদিন বর্জ্য লইয়া যাওয়া হয় কিনা:

৩.৬ আধার হইতে বর্জ্য কায়িকভাবে নাকি যান্ত্রিক উপায়ে উত্তোলন করা হয়:

(৪) বর্জ্য পরিবহণ

ধরন	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রকৃত প্রয়োজন

(অ) ট্রাক (Truck):

(আ) ট্রাক টিপার (Truck Tipper):

(ই) ট্রাক্টর ট্রেলার (Tractor Trailer):

(ঈ) রিফিউজ কালেক্টর (Refuse Collector):

(উ) ডাম্পার প্লেসার (Dumper Placer):

(ঊ) রিক্সা ভ্যান:

(ঋ) অন্যান্য (যদি থাকে):

(৫) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনে কোনো প্রস্তাব থাকিলে উহা বিবৃত করুন:

(৬) কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব প্রদানের প্রয়াস নেওয়া হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ:

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রযুক্তির নাম	প্রক্রিয়াকরণের সময় ও পরিমাণ	নাম ও ঠিকানা

(৭) নিম্নোক্ত কার্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)—

(অ) দুগ্ধ খামার:

(আ) পশু জবেহ:

(ই) নির্মাণ-ভাঙন বর্জ্য:

(ঈ) পার্ক, হাঁটার পথ, ইত্যাদি জবর দখল:

(৮) বস্তি:

৮.১ মোট বস্তির সংখ্যা :

৮.২ স্যানিটারী ব্যবস্থা (Sanitation Facility) সম্পন্ন বস্তির সংখ্যা :

(৯) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হইয়া থাকিলে:

মোট মামলার সংখ্যা	দোষী সাব্যস্ত আসামীর সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ	কারাদন্ডে দন্ডিত আসামীর সংখ্যা

(১০) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(অ) সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংখ্যা:

(আ) সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার হাসপাতাল বা ক্লিনিক সংখ্যা:

(ই) বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক সংখ্যা:

(ঈ) সকল হাসপাতাল বা ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা:

(উ) চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণে কোনো অসুবিধা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ :

স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম ও পদবি সম্বলিত সীল মোহর।

ছক ৩

[বিধি ১৪ (১) দ্রষ্টব্য]

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

তারিখ :

বরাবর

মহাপরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর

দুর্ঘটনার প্রতিবেদন নম্বর—

১।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম	:
২।	জেলার নাম	:
৩।	দুর্ঘটনার তারিখ, স্থান ও সময়	:
৪।	দুর্ঘটনা সংঘটনের (ঘটনাক্রম) প্রাক্কালে ঘটনা পরম্পরা	:
৫।	মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর দুর্ঘটনার প্রভাব	:
৬।	দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত জরুরি পদক্ষেপ	:
৭।	দুর্ঘটনা প্রশমনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	:
৮।	ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা পরিহারের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	:

স্বাক্ষর এবং পূর্ণ নাম
ও
পদবি সম্বলিত সীল মোহর

নোট: উপরি-উল্লিখিত কোনো তথ্য এই ছকে ধারণ করা সম্ভব না হইলে উহা পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত করিয়া ইহার সহিত সংযোজন করিয়া দিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতি আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd